"বানান শুদ্ধি"

বানান সম্পর্কিত তথ্য

- ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলা বানান রীতি প্রণয়ন করেন।
- 1992 সালে বাংলা একাডেমী, "প্রমিত বাংলা বানান রীতি" প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহন করেন। 1994 সালে তা বাস্তবায়ন করে।
- বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় - 1955 সালে ডিসেম্বর মাসে. এর পূর্ব নাম ছিল-'বর্ধমান হাউজ'
- বাংলা একাডেমী থেকে - বাংলা একাডেমি পরিবর্তন হয় -২০০৪.

Zakir's BCS specials

বাংলা বানান রীতি

বিদেশি শব্দের শেষে ঈ-কার হবে না সর্বদা ই-কার হবে.
[আওয়ামি লিগ, লাইব্রেরি, বেবি,]

নাম সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে ডট (.) চিহ্ন ব্যবহার হয়.

সকল স্ত্রী বাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হয়;

স্ত্রী বাচক আত্মীয় স্বজন শব্দ গুলো - ই-কার হবে,
[মামি, কাকি.]

ডাইনী, যুবতী, পাগলী স্ত্রী বাচক শব্দে ই-কার হবে.
ডাইনি যুবতি পাগলি

Scanned with CamScanner

দেশের নাম, জাতির নাম, ভাষার নাম – ই-কার হবে

[ব্যাতিক্রম – চীন, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ]

যাবতীয় স্ত্রী আলি, অঞ্জলি, আবলি প্রত্যয় ই-কার হবে.

[রূপ + আলি = রূপালি, গীতা + অঞ্জলি = গীতাঞ্জলি]
[কার্য + আবলি = কার্যাবলী]

যে সকল শব্দে ই-কার/ঈ-কার একই অর্থ প্রকাশ করে ঐ শব্দ গুলো ই-কার লিখতে হবে.

[পল্লী → পল্লি, সূচী → সূচি সরকারী → সরকারি]

ই-কার বা ঈ-কার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে - অর্থ অনুসারী লিখতে হবে.

নারী – স্ত্রীলোক	ধনী – সম্পদশালী
নারি – পারি না	ধনী – যুবতি

ঈয় প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ ঈ-কার হয়

"য়" পূর্বের বর্ণ সব সময় ঈ-কার গ্রহন করে.

[জাতীয়, আত্মীয়] [ক্ষত্রিয়, প্রিয় ব্যতিক্রম]
ইন্দ্রিয়, সক্রিয়

Scanned with CamScanner

✱ সকল ব্যক্তি বাচক (আছে যার অর্থে) ই-কার হয়

জ্ঞান আছে যার - জ্ঞানী
অভিমান আছে যার - অভিমানী

✱ ব্যক্তি বাচক শব্দ সাধারণত ই-কার গ্রহণ করে।
[হত্যাকারী, মাতা, প্রতিযোগী, মন্ত্রী, ভিখারী]

✱ ইত/ই ইকা প্রত্যয় স্থলে ই-কার হয়
যেমন - [জীবিত, জীবিকা, পিপাসিকা, বিভীষিকা]

✱ কিছু শব্দে ২টা করে ই-কার ব্যবহার হয়
[জীবী, সমীচীন, হরীতকী, ভগীরথী, মনীষী]

✱ জীবী/বাহী = ই-কার হয়
শ্রমজীবী, বৃষিজীবী, মাংসজীবী,

✱ করণ, কৃত, ভবন, ভূত এ শব্দ গুলোর স্থলে কার বিহীন শব্দে ই-কার হয়, [সম+করণ = সমীকরণ, সম+ভবন = সমীভবন,

✱ জ্ঞানী, মন্ত্রী, গুনী পর কোন শব্দ আসলে সেটা ই-কার হয়
[জ্ঞানি বিদ্যা, গুনি ব্যক্তি, মন্ত্রি পরিষদ]

Scanned with CamScanner

কালী - দেবী বুঝালে
কালি - রং বুঝালে.

কি/কী ব্যবহার.

হ্যাঁ/না বোধক উত্তর হয় অথবা অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে উত্তর দেওয়া যায় সে ক্ষেত্রে — কি ব্যবহার হয়.

সে কি বাজারে গিয়াছে - [হ্যাঁ/না] উত্তর হয়.

হ্যাঁ/না বোধক অথবা অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে উত্তর দেওয়া না গেলে - কী ব্যবহার হয় [বাজার থেকে কী এনেছে]

́ (রেফ) এর পরের বর্ণ কখনও দ্বিত্ব হয় না.
[সূর্য, ধৈর্য, কার্যালয়, অর্জন, কর্তা]

উ/ঊ কার ব্যবহার

- যাবতীয় ভূতে ঊ-কার ব্যবহার হবে.
  ব্যতিক্রম - [অদ্ভুত, ভুতুড়ে, অদ্ভুতুড়ে]

- ́ রেফ এর পূর্বের বর্ণে ঊ-কার ব্যবহার হয়.
  [সূর্য, মুমূর্ষু, মুহূর্ত, পূর্ব]

  ব্যতিক্রম - মুহুর্মুহু, মাধুর্য, চতুর্থ, চতুর্ভুজ [চারটি সরল শব্দ]

Scanned with CamScanner

দু এর নিয়ম

দূ - দূরত্ব বুঝাতে ঊ-কার ব্যবহার হয় - দূর, দূরবীন,

দু - অন্য সকল ক্ষেত্রে উ-কার ব্যবহৃত হয় - দুর্বল, দুর্বার

ব্যতিক্রম - [দূষণ, দূষিত, দূর্বা, দূষক, দূত]

স/ষ এর নিয়ম

অ/আ ধ্বনির পর সব সময় স ব্যবহৃত হয়

[নমঃ + কার = নমস্কার, পুর + কার = পুরস্কার]

অন্য সকল ধ্বনির ক্ষেত্রে ষ ব্যবহৃত হবে.

পরি + কার = পরিষ্কার
ই ধ্বনি

[ব্যতিক্রম - স্পর্শ, স্পন্দন, স্পষ্ট, স্পোরবক স্পৃহা]

Zakir's BCS

স্ব/স নিয়ম

স্ব - নিজ/নিজের বুঝাতে

স্বদেশ - নিজের দেশ, স্বগাত্রী - নিজের গাত্রী

স - সহ/একত্রে বুঝাতে

সপরিবার - পরিবার সহ, সস্ত্রীক - স্ত্রী সহ

Scanned with CamScanner

স যুক্ত হয়ে গেছে এমন শব্দের পর ইত প্রত্যয় যোগ করা যাবে না, কারণ স/ইত বিশেষণ পদ গঠন করে

[স + শব্দ + ইত = সচিত্রিত এই ভুল বিশেষণকে বিশেষ্য করার বাহুল্য দোষ]

চিত্র = সচিত্র / চিত্রিত সচিত্রিত = ভুল,
লক্ষ্য = লক্ষিত / সলক্ষ্য সলক্ষিত = ভুল.

স্বাক্ষর / সাক্ষর

স্বাক্ষর = (স্ব + অক্ষর) দস্তখত বুঝাতে ব্যবহার হয়
সাক্ষর = (অক্ষর জ্ঞান) অন্য সকল অর্থে ব্যবহার হয়.

স্ত / স্থ

গ্রাস করা অর্থ বুঝালে সাধারণত স্ত ব্যবহার হয়.
ঋণ গ্রাস করলে = ঋণগ্রস্ত, হতাশা গ্রাস করলে = হতাশগ্রস্ত

অর্থ না থাকলে স্ত হয় = বিপদগ্রস্ত + স্ত = বিপদগ্রস্ত
(অর্থনেই)
[ব্যতিক্রম = বিশ্বস্ত, সমস্ত]

থাকা অর্থে সাধারণত = স্থ ব্যবহার হয়
গৃহ আছে = গৃহস্থ
অর্থ থাকলে স্থ ব্যবহার হয় = গৃহ + স্থ

অর্বাচীন শব্দের অর্থ আয়ত্ত থাকা, তাই এর সাথে স্থ যুক্ত করে অর্বাচীনস্থ শব্দ গঠন করলে সেটা ভুল হবে.

Scanned with CamScanner

দারিদ্র্য / দরিদ্র্যতা

দরিদ্র + ষ্ণ/য = দারিদ্র্য অ → আ [র এর পর য- ফলা হয় না র্য = র্য হয়]
সুহৃদ + ষ্ণ/য = সৌহার্দ্য উ → ঔ

যে সকল শব্দের সাথে য প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গেছে ঐ সকল শব্দের সাথে আবার তা যুক্ত করা যাবে না

সাফল্যতা = ভুল দারিদ্র্যতা = ভুল

প্রদত্ত শব্দ	গুণ	বৃদ্ধি
অ		আ
ই/ঈ	এ	ঐ
উ/ঊ	ও	ঔ
ঋ	অর্	আর্

গুণ- পরিবর্তন [ক্ষেত্রে শব্দের প্রথমে পরিবর্তন হয়]

চিন + আ = চেনা [ই পরিবর্তন হয়ে এ-কার হয়]
শুন + আ = শোনা [উ-পরিবর্তন হয়ে ও-কার]

Scanned with CamScanner

ষ্ণ্য / য / ষ্ণিক / ইক

এ প্রত্যয় গুলো যুক্ত হলে অবশ্যই প্রকৃতির প্রথম বর্ণের সাথে বৃদ্ধির পরিবর্তন ঘটবে,

উপন্যাস	+ ষ্ণিক/ইক	=	ঔপন্যাসিক	উ → ঔ
ইতিহাস	+ ইক	=	ঐতিহাসিক	ই → ঐ
দিন	+ ইক	=	দৈনিক	ই → ঐ

Zakir’s BCS

Scanned with CamScanner

Lecture-3

সমাস

সমাস শব্দের অর্থ - সংক্ষেপ, মিলন.
সমাস = সম - √আস + অ
সমাস বাংলা ব্যাকরণে রূপতত্ত্বে আলোচনা হয়.
সমাস এর সমস্ত পদ এক সাথে লিখতে হয়.

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
পূর্বপদ মধ্যপদ পরপদ = পূর্বপদ পরপদ

// মধ্যপদ যদি ব্যাস বাক্যের শেষে হয় তাহলে-বহুব্রীহি

গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ বহুব্রীহি সমাস
↓ ↓ ↓
পূর্বপদ পরপদ মধ্যপদ

1. দ্বন্দ্ব সমাসের উভয় পদ প্রধান ①
2. বহুব্রীহি সমাসে কোন পদ প্রাধান্য পায় না ② — বিপরীত
3. অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদ প্রাধান্য পায় ③
4. তৎপুরুষ সমাস
5. কর্মধারয় সমাস — পরপদের অর্থ প্রাধান্য ④ — বিপরীত
6. দ্বিগু সমাস

পদ প্রাধান্যের দিক থেকে সমাস - চার প্রকার

পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় — তকদ্বি

ত	ক	দ্বি
↓	↓	↓
ত্যপুরুষ	কর্মধারয়	দ্বিগু
↓	↓	↓
বিভক্তি যুক্ত	নতুন শব্দ	পূর্বপদে সংখ্যা

অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, নিচের শব্দ গুলো থাকলে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য

অনু ও আ হাদুনি প্রতিদিন উপকূলে যথাসাধ্য উচ্ছৃঙ্খলা করে।

- অনু = পশ্চাৎ [পশ্চাৎ গমন = অনুগমন]
- আ = পর্যন্ত [পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক]
- হা = অভাব [হা ভাত - ভাতের অভাব]
- দু = দুর
- নি: = অভাব/নির [আমিষের অভাব = নিরামিষ]
- প্রতি = প্রতিনিধি অর্থে [প্রতিচ্ছবি, প্রতিচ্ছায়া প্রতিবিম্ব]
  প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে [প্রতিপক্ষ, প্রত্যুত্তর]

Scanned with CamScanner

উপ = সাদৃশ্য = [শহরের সদৃশ = উপশহর
বনের সদৃশ = উপবন]

উপ = ক্ষুদ্র অর্থে = [গ্রহের তুল্য = উপগ্রহ
নদীর তুল্য = উপনদী]

যথা = অনতিক্রম্যতা = [রীতি কে অতিক্রম না করে = যথারীতি
সাধ্যকে অতিক্রম করে না = যথাসাধ্য]

উৎ = অতিক্রান্ত = [বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত = উচ্ছৃঙ্খল]

সামীপ্য = উপ = [কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ
কূলের সমীপে = উপকূল]

অলুক দ্বন্দ্ব :

সমস্ত পদ ও ব্যাস বাক্য উভয় ক্ষেত্রে বিভক্তি যুক্ত থাকে

দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে
হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে

একশেষ দ্বন্দ্ব :

যে দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাস বাক্য নতুন সমস্ত পদ গঠন করে তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব

তোমা ও আমি = আমরা

দ্বিগু = দ্বি = দুই, গু = গণনা

// ব্যাস বাক্যের শেষে গ্রহন বা সমস্ত অর্থে সমাহার বসে

// ব্যাস বাক্যের গঠন → সংখ্যার পূর্বরূপ, বিশেষ্যের সাথে র/এর + সমাহার,

সংক্ষিপ্ত রূপ = [দুই = দ্বি, দু | পঞ্চম = পঞ্চ
তিন = ত্রি, তে, সে | চার = চৌ, চতুর
ছয় = ষড়]

তিন পদের সমাহার = ত্রিপদী
তিন মাথার সমাহার = তেমাথা
চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্ত

কর্মধারয় :

// দুটি বিশেষণ একটি বিশেষ্য বুঝালে,
[যে চালাক সে চতুর = চালাক - চতুর]

// দুটি বিশেষ্য একই ব্যক্তি বা বস্তু বুঝালে,
[যিনি হজ্ব তিনিই সাহেব = হজ্ব সাহেব]

// পূর্ব পদে স্ত্রী বাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটা পুরুষ বাচক হয়,

সুন্দরী যে লতা = সুন্দর লতা
মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি

Scanned with CamScanner

// পরপদে রাজা থাকলে সমস্ত পদে রাজ হয় –
[মহান যে রাজা = মহারাজ]

// পূর্বপদে কু বিশেষ্য থাকলে এবং পরপদে প্রথম স্বরধ্বনি থাকলে কু স্থানে কদ হয়।
[কু যে অর্থ = কদর্থ, কু যে আচার = কদাচার]

// বিশেষণ বাচক মহান ও মহৎ এর স্থলে মহা হয়।
[মহান যে নবী = মহানবী, মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান]

উপমান ও উপমিত কর্মধারয়ঃ

উপমান = সাধারণ গুন থাকে
উপমিত = সাধারণ গুণ থাকবে না।
রূপক = অসাধারণীয় বিশেষ্য

1. যাকে তুলনা করা হয় – উপমেয়, [কাছের বস্তু/প্রত্যক্ষ]
2. যার সাথে তুলনা হয় – উপমান। [দূরের বস্তু/পরোক্ষ]
3. ন্যায়/মত তুলনা বাচক
4. বিশেষণ পদ ব্যাখ্যা/বৈশিষ্ট্য।

ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ

ভ্রমরের → উপমান, কৃষ্ণ → সাধারণ গুণ, কেশ → উপমেয়

Scanned with CamScanner

উপমান কর্মধারয় চেনার উপায় :

:: বিশেষ্য + বিশেষণ
:: মূল জিনিস + ব্যাখ্যা
:: সত্য কথা / বাস্তব বস্তু
:: স্থান সম্মান থাকবে - মান
:: ন্যায় কথাটি ব্যাস বাক্যের মাঝে বসবে.

কাজলের ন্যায় কালো চুল = কাজল কালো চুল
↓ বিশেষ্য → ↓ মূল জিনিস
↓ বিশেষণ → ↓ ব্যাখ্যা

কাজল সত্যই কালো = সত্য কথা / বাস্তব, তাই স্থান সম্মান আছে অতএব = উপমান

উপমিত কর্মধারয় চেনার উপায় :

:: বিশেষ্য + বিশেষণ
:: ব্যাখ্যা থাকবে না
:: অবাস্তব / মিথ্যা কথা.
:: মান সম্মান থাকবে না তাই মৃত = উপমিত.
:: কাছের বস্তু / উপমেয় দিয়ে ব্যাস বাক্য শুরু হবে তাই ন্যায় কথা বাক্যের শেষে বসবে,

Scanned with CamScanner

ফুল কুমারীর ন্যায় = ফুল কুমারী

মুখ চন্দ্রের ন্যায় = চন্দ্রমুখ

চন্দ্র মুখ

↓ ↓

বিশেষ্য বিশেষণ

মুখতো চন্দ্রের মত না তাই ব্যাখ্যা নাই
তাই অবস্তব/মিথ্যা = উপমিত

ম বহুব্রীহি সমাস :

বহু শব্দের অর্থ অনেক ব্রীহি অর্থ - ধান , অতএব বহুব্রীহি বলতে বুঝি, অনেক ধান আছে যার (জমিদার)
এ সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ কোন অর্থই প্রধান্য পায়না

বহুব্রীহি সমাস ৮ প্রকার :

1. সমানাধিকরন বহুব্রীহি.
2. ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি.
3. ব্যাতিহার বহুব্রীহি.
4. নঞ্ বহুব্রীহি
5. সর্বপদলোপী বহুব্রীহি.
6. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
7. অলুক বহুব্রীহি
8. সংখ্যা বাচক বহুব্রীহি

= নিপাতনে সিদ্ধ »

Scanned with CamScanner

Lecture - 5
Bangla
29-01-2020

সন্ধি

- পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে,
- সন্ধি ধ্বনিতত্ত্বে আলোচনা করা হয়,
- সন্ধির প্রধান উদ্দেশ্য — উচ্চারণের সহজ প্রবণতা, ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন,

বাংলায় ক্রিয়াপদের সন্ধি হয় না।

বাংলা ভাষায় দু'ধরনের শব্দে সন্ধি পাওয়া যায়;

① বাংলা শব্দের সন্ধি — স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি

② তৎসম/সংস্কৃত সন্ধি — স্বর সন্ধি, ব্যঞ্জন সন্ধি, বিসর্গ সন্ধি } সন্ধির প্রকার -

সন্ধির বৈশিষ্ট্য ঃ

- যোগ চিহ্নের আগের এবং পরের শব্দের অর্থ থাকবে,
- প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ধ্বনি (বর্ণের) মধ্যে সন্ধি হবে,
- সন্ধিতে যে রূপ তৈরী হবে তা অবশ্যই প্রথম শব্দের শেষ বর্ণের সাথে যুক্ত হবে,

Scanned with CamScanner

স্বর সন্ধি

স্বর সন্ধির সাথে স্বর ধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বর সন্ধি বলা হয়, [স্বর + স্বর] অ/আ + অ/আ = আ

১. অ আ = আ
ই ঈ = ঈ
উ ঊ = ঊ
ঋ
এ ঐ =
ও ঔ =

২. অ/আ + ই/ঈ = এ
৩. অ/আ + উ/ঊ = ও
৪. অ/আ + এ/ঐ = ঐ
৫. অ/আ + ও/ঔ = ঔ

পাঠ + আগার = পাঠাগার
কারা + আগার = কারাগার
প্রাণ + অধিক = প্রাণাধিক
মাত্রাতিরিক্ত
মাত্রা + অতিরিক্ত = মাত্রাতিরিক্ত

হস্ত + অন্তর = হস্তান্তর
জীবন + আনন্দ = জীবনানন্দ
গোল + আকার = গোলাকার
আশা + অতীত = আশাতীত

নিয়ম-2 ঈশ, ঈশ্বর ঈপ্সা ঈক্ষা, ঈক্ষণ (দেখা)] = ঈ হয়
অ/আ + ই/ঈ = এ

মহা + ঈশ = মহেশ
স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
অতুল + ঈশ্বর = অতুলেশ্বর
শ্রবণেন্দ্রিয় = শ্রবণ + ইন্দ্রিয়

Scanned with CamScanner

নিয়ম-৩ | অ/আ + উ/ঊ = ও |

পর + উপকার = পরোপকার
যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়
হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ

নিয়ম-৪ | অ/আ + এ/ঐ = ঐ |

জন + এক = জনৈক
মত + ঐক্য = মতৈক্য
অতুল + ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য
হিত + এষী = হিতৈষী

নিয়ম-৫ | অ/আ + ও/ঔ = ঔ |

মহা + ঔষধ = মহৌষধ   বন + ওষধি = বনৌষধি
মহা + ওষধি = মহৌষধি
পরম + ঔষধ = পরমৌষধ
মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

নিয়ম-৬ অ/আ + ঋ = অর্ [র পরের বর্ণে রেফ (র্) হবে]

রাজা + ঋষি (অর্) = রাজর্ষি   অধম + ঋণ = অধমর্ণ
দেব + ঋষি = দেবর্ষি   সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি
উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ

Scanned with CamScanner

নিয়ম - ৭

অ/আ + ঋত [প্রান্ত] = আর্ [র পরের বর্ণে রেফ]

শীত + ঋত = শীতার্ত
পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত
তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
বন্যা + ঋত = বন্যার্ত

নিয়ম - ৮

ই/ঈ + অ/আ উ/ঊ এ/ঐ ও/ঔ = (য) য ফলা হবে + কার ই যুক্ত হবে

ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ

এ + ভিন্ন স্বর = অয় =
ঐ + " = আয় =
ও + " = অব =
ঔ + " = আব =

য ব-ফলা ঋ/র ফলা
য ব র
↓ ↓ ↓
ই/ঈ উ/ঊ ঋ

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
সতী + ঈশ = সতীশ
প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা

গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র
অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়

নিয়ম - ৯

উ/ঊ + ভিন্ন বর্ণ - অ/আ এ/ঐ ই/ঈ = [ব-ফলা]

উ/ঊ + অ = ব-ফলা = মনু + অন্তর = মন্বন্তর (উ + অ)
উ/ঊ + আ = ব ফলা + া (আ-কার) = পশু + আচার = পশ্বাচার
উ/ঊ + ই/ঈ = ব ফলা + ি (ই-কার) = তনু + ঈ = তন্বী; সু + আগত = স্বাগত
উ/ঊ + এ = ব-ফলা + এ-কার = অনু + এষণা = অন্বেষণা

Scanned with CamScanner

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া মূলকে প্রকৃতি বলে অথবা ক্রিয়ামূল বা শব্দমূলকে প্রকৃতি বলা হয়,

প্রকৃতি ও প্রত্যয় আলোচনা করা হয় ব্যাকরনের শব্দতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বে।

প্রকৃতি চেনার উপায় :

// প্রকৃতি যোগ(+) চিহ্নের আগে বসে।

// প্রকৃতি অর্থবোধক শব্দ হবে।

// প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রত্যয়ের নাম হয়

// প্রকৃতি সর্বনাম পদের সাথে হয় না।

| প্রকৃতি মূলত দুই প্রকার

ক্রিয়া প্রকৃতি
[ক্রিয়া পদের সাথে যুক্ত থাকে]

নাম প্রকৃতি,
[অন্য পদের সাথে যুক্ত থাকে]

P.T.O

Scanned with CamScanner

প্রত্যয় :

প্রকৃতির সাথে যে অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি যুক্ত যে নতুন শব্দ গঠন করে তার নাম প্রত্যয়,

প্রত্যয় চেনার সহজ উপায় :

// প্রত্যয় সাধারণত যোগ চিহ্নের পর বসে,

// প্রত্যয়ের অর্থ থাকে না,

প্রত্যয় এর প্রকার :

১। কৃৎ প্রত্যয় [ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে ব্যবহার হয়]

২। তদ্ধিত প্রত্যয় [নাম প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়]

প্রকৃতি + প্রত্যয় = প্রত্যয় সাধিত শব্দ

√চল + আ = চলা

ক্রিয়া প্রকৃতি = কৃদন্ত পদ

ক্রিয়া প্রকৃতি হলে ধাতু চিহ্ন ব্যবহার হবে (√)

হাত + আ = হাতা

নাম প্রকৃতি - তদ্ধিতান্ত পদ

Scanned with CamScanner

প্রত্যয়ের যে অংশ, প্রত্যয় সাধিত শব্দের সাথে যুক্ত হয় না, সে অংশকে অর্থাৎ বাদ পরা অংশকে ইৎ বলে।

ইতিহাস + ষ্ণিক = ঐতিহাসিক
ষ্ণ → ইৎ

গুণ / বৃদ্ধি :

প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির প্রথম বর্ণের স্বরের পরিবর্তন হওয়াকে গুণ / বৃদ্ধি বলে।

প্রদত্ত শব্দ	গুণ	বৃদ্ধি
অ	—	আ
ই / ঈ	এ	ঐ
উ / ঊ	ও	ঔ
ঋ	অর্	আর্

লিখ্ + আ = লেখা
চিন্ + আ = চেনা
[ই-কার পরিবর্তন হয়ে এ-কার হয় তাই গুণের পরিবর্তন]

কৃ + ণক = কারক
ইতিহাস + ষ্ণিক = ঐতিহাসিক
উপন্যাস + ষ্ণিক = ঔপন্যাসিক
[ঋ / ঋ-কার স্থলে আর্ ই স্থলে ঐ আবার উ স্থলে ঔ ব্যবহার হয় তাই বৃদ্ধি পরিবর্তন]

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন :
কখনো কখনও প্রকৃতি থেকে বর্ণ লোপ পায়, অথবা নতুন বর্ণ আসে, অথবা বর্ণ পরিবর্তন হয় সেই প্রত্যয় কে পরিবর্তন বলে.

ডিহি + আ = ডিহা
[শেষ বর্ণের ই-কার লোপ পায় তাই পরিবর্তন প্রত্যয়]

চির্‌ + অনি = চিরুনি
[উ-কার আসছে তাই আগমন রীতি পরিবর্তন]

শুচ্‌ + ঘঞ্‌ = শোক] উ-কার – ও-কার, ইৎ প্রত্যয় লোপ, চ → ক বর্ণের পরিবর্তন
কবি + ষ্যঞ্‌ = কাব্য] অ → আ, ইৎ লোপ, ই-কার লোপ
প্রকৃতির ও পরিবর্তন ঘটছে

উপধা :

কোন শব্দের শেষ ধ্বনির আগের ধ্বনিকে উপধা বলা হয়।

কবিতা = তা = ত + আ
↓
উপধা

কবি = বি = ব + ই
↓
উপধা

ধাতু প্রকৃতি :

যে সকল প্রকৃতির অর্থ থাকে না এ সকল প্রকৃতি কে ধাতু প্রকৃতি বলা হয়, ধাতু প্রকৃতি অবশ্যই ক্রিয়া মূল, অর্থাৎ ক্রিয়া ~~মূল~~ প্রকৃতি।

বী + অ/অল = বেয়,

তদ্ধিত প্রত্যয় :

নাম প্রকৃতির সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে, তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত পদের নাম - তদ্ধিতান্ত পদ, তদ্ধিত প্রত্যয় ৩ প্রকার,

১। বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়
২। বাংলা " "
৩। সংস্কৃত " "

বিদেশি তদ্ধিত :

ফারসি - সই দার বাজ গর বন্দি
[জবান + বন্দি = জবান বন্দি, খবর + দার = খবরদার,]
ফারসি তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দ গুলো ফরাসি শব্দ

Note - টিপসই, নামসই, বসসই, টেকসই - এ সই গুলো প্রত্যয় না। এ ছাড়া সকল সই প্রত্যয়

Scanned with CamScanner

হিন্দি :

ওয়ালা, পনা, সেওয়ালা, আনা,

বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা

বাবু + আনা = বাবুয়ানা

পানি + সে = পানসে

ছেলে + পনা = ছেলেপনা,

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় :

আ-প্রত্যয়,

হাত + আ = হাতা

বেত + আ = বেতা

ডিঙ্গি + আ = ডিঙ্গা,

ফোস্ + আ = ফোসা,

↓

অব্যয় [ফোস - সাপের আওয়াজ]

[সকল প্রকার আওয়াজ অব্যয় পদ, এবং লেখার সময় (্ হসন্ত) ব্যবহার হয় - টন্ টন্, শন্ শন্, বন্ বন্]

// আলি, অঞ্জলি, আবুলি প্রত্যয় সর্বদা ই-কার (ি) ব্যবহার হয়,

রূপা + আলি = রূপালি

গীতা + অঞ্জলি = গীতাঞ্জলি,

// ইয়া প্রত্যয় যুক্ত প্রকৃতির প্রথম বর্ণের আ-কার এ-কার হয়ে যায়, এবং শেষ বর্ণে সর্বদা এ-কার হয়ে যায়

কাল + ইয়া = কেলে
বালি + ইয়া = বেলে
খুন + ইয়া = খুনে
পাথর + ইয়া = পাথুরে = ব্যতিক্রম

// উয়া প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির প্রথম বর্ণে আ-কার এ-কার হয়ে যায় এবং শেষ বর্ণে সর্বদা ও-কার ব্যবহার হয়,

গাছ + উয়া = গেছো
মাছ + উয়া = মেছো

// টে থাকলে সাধারণত আটিয়া হয়,

তোড়াটে = তোড়া + আটিয়া
ঝগড়াটে = ঝগড়া + আটিয়া

// উরে/উড়ে ⟶ উরিয়া/উড়িয়া হয়,

সাপ + উড়িয়া = সাপুড়ে
কাঠ + উড়িয়া = কাঠুড়ে,

P.T.O

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় :

ষ্ণ/অ, ষ্ণ্য/য ষ্ণিক/ইক ষ্ণেয়/এয়

এ প্রত্যয় গুলো যুক্ত হলে প্রকৃতির প্রথম বর্ণের সাথে অবশ্যই বৃদ্ধির প্রভাব ঘটবে,

উপন্যাস + ষ্ণিক/ইক = ঔপন্যাসিক,
ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক,
ভূগোল + ষ্ণিক/ইক = ভৌগলিক,
অন্তর + ষ্ণিক/ইক = আন্তরিক,
দিন + ষ্ণিক/ইক = দৈনিক,
অগ্নি + ষ্ণেয়/এয় = আগ্নেয়,
দরিদ্র + ষ্ণ্য/য = দারিদ্র্য
সুজন + ষ্ণ/য = সৌজন্য
মধুর + ষ্ণ/য = মাধুর্য
সহচর + ষ্ণ/য = সাহচর্য

যে সকল শব্দের সাথে য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গেছে ঐ সকল শব্দের সাথে তা-প্রত্যয় যুক্ত হবে না, যুক্ত করলে প্রত্যয় দোষ/বাহুল্য দোষ হবে,

দরিদ্রতা / দারিদ্র্য = দারিদ্র্যতা ✗
সফলতা / সাফল্য = সাফল্যতা ✗

Scanned with CamScanner

*ষ্ণ/অ প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির প্রথম বর্ণের উ-কার ছাড়া অন্য যে কোন বর্ণের উ-কার তুলে দিয়ে অব (ব) হবে।

গুরু + ষ্ণ/অ = গৌরব
মনু + ষ্ণ/অ = মানব
শিশু + ষ্ণ/অ = শৈশব।

* ইষ্ঠ - প্রত্যয় যুক্ত হলে, প্রকৃতির যে কোন স্থানের (উ-কার) উঠে যায়, গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ

* ইমা > ইমন হয়,
নীল + ইমন = নীলিমা, মহৎ + ইমন = মহিমা,
গুরু + ইমন = গরিমা, দীর্ঘ + ইমন = দ্রাঘিম,

* ঈ > ইন, বী > বিন
জ্ঞান + ইন = জ্ঞানী, হস্ত + ইন = হস্তী
ইন মূলত আছে অর্থে ব্যবহার হয়, জ্ঞান আছে যার
মেধাবী = মেধা + বিন, তেজঃ + বিন = তেজস্বী,

* ইয় > নীয় হয়,
জল + নীয় = জলীয়, বর্ষ + নীয় = বর্ষীয়,

Scanned with CamScanner

* মান থাকলে মতুপ হয়
বান থাকলে বতুপ হয়

গুনবান = গুন + বতুপ [+ যোগ চিহ্নের পূর্ব ধ্বনি অ/আ থাকলে বান হয়]
দয়াবান = দয়া + বতুপ
শক্তিমান = শক্তি + মতুপ [+ যোগ চিহ্নের পূর্বের ধ্বনি অ/আ ব্যতীত অন্য ধ্বনি হলে মান হয়,
বুদ্ধিমান = বুদ্ধি + মতুপ

* ত্ব, তা, নী/নী প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির শেষ বর্ণের হ্রস্ব-কার দীর্ঘ-কার হয়ে যায়,

দায়ী + ত্ব = দায়িত্ব, স্থায়ী + ত্ব = স্থায়িত্ব,
প্রতিযোগী + তা = প্রতিযোগিতা, আবশ্যী + নী = আবশ্যিনী
অধিকারী + নী = অধিকারিনী, মালী + নী = মালিনী,

[ব্যতিক্রম – নারীত্ব, সতীত্ব কুমারীত্ব]

Note – স্ত্রী বাচক শব্দের শেষে নী প্রত্যয় যুক্ত করা যাবে না, যুক্ত করলে প্রত্যয় কলিত ভুল হবে,

কৃৎ প্রত্যয় :

ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়ে যে প্রত্যয় গঠিত হয় বা ক্রিয়া প্রকৃতির যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, কৃৎ প্রত্যয় সাধিত পদ + কৃদন্ত পদ বলে,

Scanned with CamScanner

ক্রিয়া প্রকৃতি লেখার নিয়ম,

১/ ক্রিয়ামূল বা ধাতুচিহ্ন (√) ব্যবহার হবে,

২/ শেষ বর্ণে কার না থাকলে ্ (হসন্ত) ব্যবহার হয়

√দেখ্ + আ = দেখা

৩/ উপসর্গ থাকলে, উপসর্গ আলাদা করে লিখে হাইফেন (-) দিয়ে লেখতে হবে, অদেখা = অ-√দেখ্+আ

৪/ শব্দের শেষে প্রত্যয় উচ্চারিত না হলে 0 শূন্য/ক্বিপ প্রত্যয় লিখতে হবে, চল = √চল্ + 0/ক্বিপ

কৃৎ প্রত্যয় সাধারণ দু' প্রকার,

১/ বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
[তুই দ্বারা আদেশ করলে পাওয়া যায়]

২/ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
[এতে, য় ,র বেশি থাকে]

বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ঃ

√দেখ্ + আ = দেখা [তুই দেখ] শোনা = √শুন্ + অনা
√চল্ + অন্ত = চলন্ত [তুই চল্] খেলনা = √খেল্ + অনা
√জান্ + আনো = জানানো [তুই জান] দোলনা = √দুল্ + অনা
√পড়্ + আ = পড়া [তুই পড়] √রান্ + না = রান্না,

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় :

শব্দে শেষে য়/অ থাকলে য়/অ পরিবর্তে অ/অল হয়. শেষে য় না থাকলে শুধু অ হয় এবং য় পূর্বের বর্ণে ই-কার/ঈ-কার বসাতে হয়.

√জী + অ/অল = জয়

[জয় = শেষ বর্ণে য় থাকায় পেরলে অ/অল হয়েছে এবং য় পূর্বের বর্ণে ঈ-কার/ই-কার হয়েছে]

√ক্ষী + অ/অল = ক্ষয়

অ-√ভী + অ/অল = অভয়

বি-√জী + অ/অল = বিজয়

নয়ন = √নী + অনট (অন)

শয়ন = √শী + অনট (অন)

নায়ক = √নী + নক (অক)

গায়ক = √গৈ + নক (অক)

[সংস্কৃত প্রত্যয় ক্ষেত্রে অন স্থলে অনট, অক স্থলে নক]

※ কোন শব্দে (র্) থাকলে তার আগের বর্ণে ঋ-কার + রেফ (র্) নিচের বর্ণটি হয়.

কার্য = √কৃ + ঘ্যণ (য)

ধর্ম = √ধৃ + ম

Scanned with CamScanner

* কোন বর্ণে শব্দে র থাকলে অথবা ঁ রেফ থাকলে পর ও ক্রিয়াটি দুটি বর্ণের হলে (র/ ঁ) এর আগের বর্ণের ঋ-কার + অ যুক্ত করতে হবে

দর্শন — √দৃশ্ + অন্/অনট্
দর্শনীয় — √দৃশ্ + অনীয়
দর্পন — √দৃপ + অন/ অনট
স্মরণ — √স্মৃ + অন/ অনট
মরণ — √মৃ + অন /অনট
আকরণ — আ-√কৃ + অন / অনট,
ব্যাকরণ — বি + আ-√কৃ + অন/অনট
— বি+ আ+√কৃ + অন

* ক্ত প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রকৃতির প্রথম বর্ণে উ পরিবর্তন হয়ে ব হয়ে যায়, এই পরিবর্তনকে সম্প্রসারণ বলে, এবং প্রকৃতির শেষ বর্ণের চ/জ পরিবর্তন হয়ে ক হয়ে যায়.

উক্ত = বচ্ + ক্ত
উক্তি = বচ্ + ক্তি
মুক্তি = মুচ + ক্তি

বচ্ এর স্থলে প্রথম বর্ণে উ এবং শেষের চ পরিবর্তন হয়ে ক =

※ প্রত্যয় থেকে বর কে আলাদা করে দিতে হবে,

ঈশ্বর = √ঈশ + বর
= √ঈ: বর

নশ্বর = √নশ্ + বর

※ মান থাকলে শানচ হয়,

বর্ধমান = √বৃধ + শানচ

নীল-দর্পণ

দীন বন্ধু মিত্র - আসল নাম গন্ধর্ব নারায়ণ মিত্র

~~ব্রিটিশ~~ বৃটিশ সরকার তাকে - রায় বাহাদুর উপাধি দেয়

বাক্য

বাক্য কাকে বলে? সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

↳ কতগুলো অর্থবোধক শব্দ যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়ে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হলে তাকে বাক্য বলে।

যেমনঃ বনে ফুল ফুটেছে।

⊛ একটি সার্থক বাক্যের ৩টি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে। যথাঃ

(i) আকাঙ্ক্ষা
(ii) আসক্তি
(iii) যোগ্যতা

(i) আকাঙ্ক্ষাঃ বাক্যের কোনো একটি অংশ শোনার পর আরেকটি অংশ শোনার যে ইচ্ছা জাগে তাকে ঐ বাক্যের আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমনঃ

"সে বইমেলায় গিয়ে ..." একটি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বাক্য।

"সে বইমেলায় গিয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস কিনেছে।" একটি আকাঙ্ক্ষাহীন বাক্য।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বিঃদ্রঃ সকল অসম্পূর্ণ বাক্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে।

(ii) আসক্তিঃ আসক্তি অর্থ নৈকট্য বা মিলন। একই বাক্যে অর্থবোধক শব্দগুলোকে সুন্দর / সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোর নাম আসক্তি।

"ভাত আমি খাই।" — আসক্তিহীন কারণ এটি সাজানো নয়।

কর্তা (Sub.) + কর্ম (Obj.) + ক্রিয়া (Verb)

এ অনুযায়ী সাজানো থাকলে —

আমি ভাত খাই। (আসক্তিসম্পন্ন)

(iii) যোগ্যতাঃ একটি বাক্যের মূল ভাবের সাথে যদি অর্থগতভাবের সম্পর্ক থাকে তবে তাকে যোগ্যতা বলে।
সম্পর্ক না থাকলে যোগ্যতাহীন বাক্য হবে।

→ হাতী আকাশে ওড়ে। ——→ যোগ্যতাহীন

→ পাখি আকাশে ওড়ে। ——→ যোগ্যতাসম্পন্ন

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

এছাড়াও, নিম্নলিখিত কারণে বাক্য ত্রুটিযুক্ত হতে পারে:

① গুরুচন্ডালী দোষ,
② বাহুল্য দোষ,
③ উপমার ভুল প্রয়োগ।
④ বাগধারার শব্দের পরিবর্তন।

① গুরুচন্ডালী দোষ: একটি বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ অর্থাৎ, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণকে গুরুচন্ডালী দোষ বলে।

↳ চেনার উপায়: বেশি প্রচলিত শব্দের সাথে কম প্রচলিত শব্দের মিশ্রণ হলো গুরুচন্ডালী দোষ।

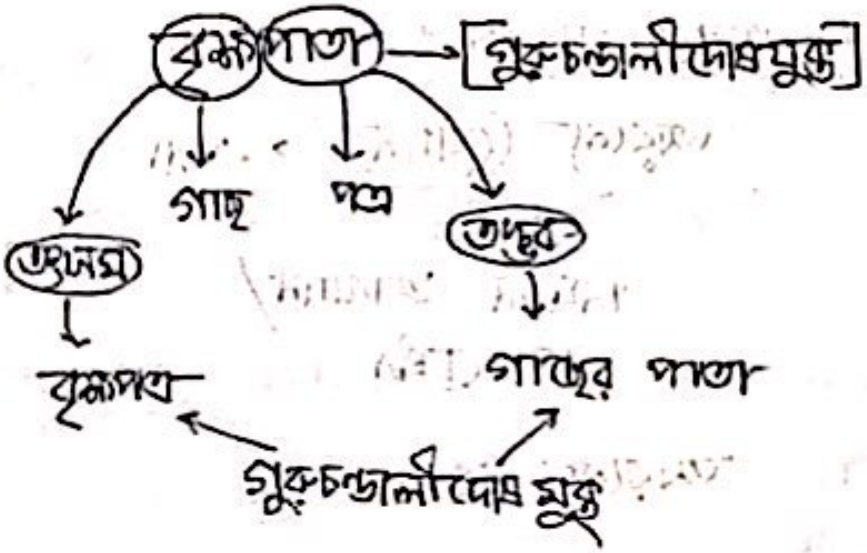

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(ii) বাহুল্যদোষ: একটি বিষয়কে বোঝাবার জন্য যদি কোনো বাক্যে একাধিক বহুবচন ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বাহুল্যদোষ বলে।

উদা: সব শিক্ষার্থীরা উপস্থিত।

বাহুল্যদোষযুক্ত

সব শিক্ষার্থী উপস্থিত।

বাহুল্যদোষমুক্ত

(iii) উপমার ভুল প্রয়োগ: উপমা শব্দের অর্থ তুলনা। উপমার ভুল প্রয়োগ করলে বাক্য যোগ্যতা হারায়।

উদা: সে লোক সাগরে উড়ে বেড়ায়।

ভেসে

(iv) বাগধারার শব্দের পরিবর্তন:

অরণ্যে রোদন → কান্না

নিষ্ফল আবেদন/ বৃথা চেষ্টা

অরণ্যে কান্না ×

Scanned with CamScanner

গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

↳ গঠন অনুসারে বাক্য ৩ প্রকার। যথাঃ

(i) সরল বাক্য (Simple)
(ii) জটিল বাক্য (Complex)
(iii) যৌগিক বাক্য (Compound).

(i) **সরল বাক্যঃ** যে বাক্যে এক বা একাধিক কর্তা এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে।

উদাঃ রহিম স্কুলে যায়।

রহিম — কর্তা
যায় — সমাপিকা ক্রিয়া

সরল বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে।

উদাঃ

সে [হাসতে হাসতে] কথা [বলতে বলতে] ঘরে গেল।

সে → কর্তা
হাসতে হাসতে, বলতে বলতে → অসমাপিকা ক্রিয়া
গেল → সমাপিকা ক্রিয়া

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(iii) <u>জটিল বাক্য:</u> পরস্পরের উপর নির্ভরশীল একাধিক খণ্ডবাক্য দ্বারা যে বাক্য তৈরী হয়, তাকে জটিল বাক্য বলে।

জটিল বাক্যের অপর নাম মিশ্র বাক্য।

জটিলবাক্যের খণ্ডবাক্য দুই প্রকার। যথা:

(ক) স্বাধীন/প্রধান খণ্ডবাক্য।

(খ) অধীন/ অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

(ক) <u>স্বাধীন/প্রধান খণ্ডবাক্য:</u> যে খণ্ডবাক্যকে আলাদা বাক্য হিসেবে লেখা যায় তাকে স্বাধীন/প্রধান খণ্ডবাক্য বলে।

(খ) <u>অধীন/ অপ্রধান খণ্ডবাক্য:</u> যে বাক্যকে আলাদা বাক্য হিসেবে লেখা যায় না তাকে অধীন/ অপ্রধান খণ্ডবাক্য বলে।

অধীন বা অপ্রধান বাক্যে সবসময় আকাঙ্ক্ষা থাকবে।

<u>উদা:</u>

[যে পরিশ্রম করে], [সে সুখী]।

↓ অধীন/ অপ্রধান — ↓ স্বাধীন/প্রধান

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

↳ জটিল বাক্যের format:

(i) যদি – তবে –
(ii) যদিও – তবুও
(iii) যে – সে –
(iv) যিনি – তিনি –
(v) যার – তার
(vi) যত – তত
(vii) যেমন – তেমন
(viii) যেখানে – সেখানে –
(ix) যেই না – অমনি –
(x) যা – তা –

(ii) যৌগিক বাক্য: একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ সমুচ্চয়ী অব্যয় (conjunction) দ্বারা যুক্ত হয়ে যে বাক্য- তৈরী করে সে বাক্যকে যৌগিক বাক্য বলে।

সমুচ্চয়ী অব্যয়

↓

ও, আর, এবং, অথচ, বরং, কিন্তু

উদা:

→ সে বাজারে গেল আর একটি ইলিশমাছ কিনল।

→ সে দরিদ্র কিন্তু মেধাবী।
অথচ

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

↳ জটিল বাক্যের format:

(i) যদি – তবে –
(ii) যদিও – তবুও
(iii) যে – সে –
(iv) যিনি – তিনি –
(v) যার – তার
(vi) যত – তত
(vii) যেমন – তেমন
(viii) যেখানে – সেখানে –
(ix) যেই না – অমনি –
(x) যা – তা –

(ii) যৌগিক বাক্য: একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ সমুচ্চয়ী অব্যয় (conjunction) দ্বারা যুক্ত হয়ে যে বাক্য- তৈরী করে সে বাক্যকে যৌগিক বাক্য বলে।

সমুচ্চয়ী অব্যয়

↓

ও, আর, এবং, অথচ, বরং, কিন্তু

উদা:

→ সে বাজারে গেল আর একটি ইলিশমাছ কিনল।

→ সে দরিদ্র কিন্তু মেধাবী।
অথচ

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বাক্য রূপান্তরঃ

① ধর্ম আমাদের ইসলাম হলেও প্রাণের ধর্ম তারুন্য। (সরল বাক্য)

জটিলঃ যদিও ধর্ম আমাদের ইসলাম তবুও প্রাণের ধর্ম তারুন্য।

যৌগিকঃ ধর্ম আমাদের ইসলাম কিন্তু/ অথচ প্রাণের ধর্ম তারুন্য।

② তার সঙ্গে দেখা হতেই রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়ালো। (সরল)

জটিলঃ যেই না/যখন তার সঙ্গে দেখা হলো অমনি/ তখনি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়ালো।

যৌগিকঃ তার সঙ্গে দেখা হলো আর রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়ালো।

③ শিক্ষক এলেও ক্লাস হয়নি। (সরল বাক্য)

জটিলঃ যদিও শিক্ষক এলেন তবুও ক্লাস হলো না/ হয় নি।

যৌগিকঃ শিক্ষক এলেন কিন্তু/ অথচ ক্লাস হয় নি।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

④ আমি বাংলার গান গাই। (সরল বাক্য)

জটিল: • আমি যা গাই তা বাংলার গান।

• আমি যে গান গাই তা বাংলার।

যৌগিক: আমি গান গাই এবং তা বাংলার।

বাক্যের অর্থগত শ্রেনিবিভাগ:

❀ বিবৃতিমূলক বা বর্ননামূলক বাক্য: একটি বাক্যে যখন কোনো কিছুর বর্ননা থাকে তখন তাকে বিবৃতিমূলক বাক্য বলে। এটি ২ প্রকার। যথা:

1. হ্যাঁ বোধক / অস্তিবাচক বাক্য
2. না বোধক / নেতিবাচক বাক্য

বাক্য রূপান্তরের সময় মূলভাব অবশ্যই ঠিক রেখে রূপান্তর করতে হবে।

উদা:

না বোধক: কেউ কথা বলল না।

হ্যাঁ বোধক: সবাই নীরব ছিল/ চুপ ছিল/ কথা বলা থেকে বিরত ছিল।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

হ্যাঁ বোধক: যে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকলো।

না বোধক: • যে বইয়ের পাতা উল্টানো থেকে বিরত থাকলো না।
• যে বইয়ের পাতা না উল্টিয়ে থাকতে পারলে না।

প্রশ্নবোধক বাক্য:

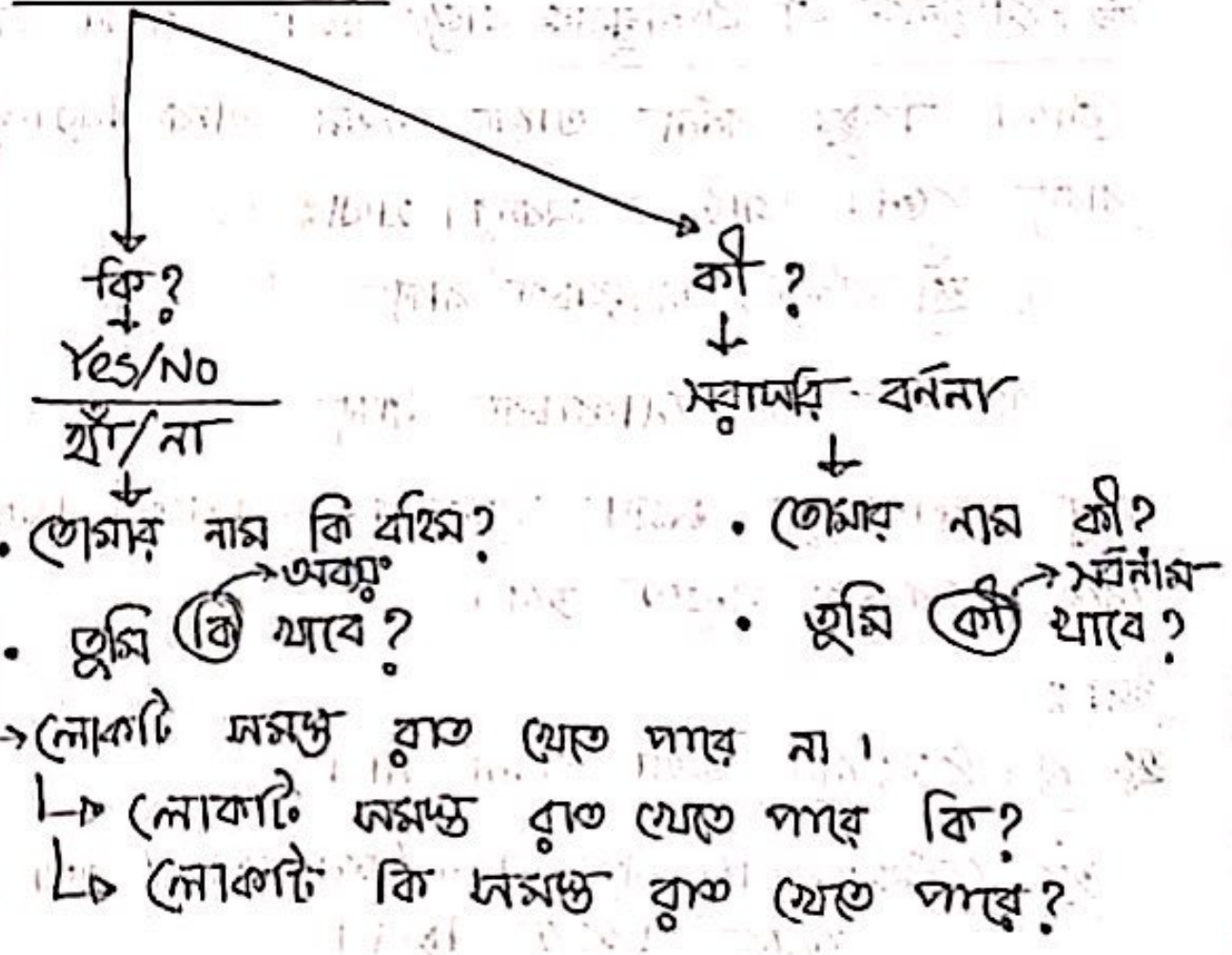

→ লোকটি সমস্ত রাত খেতে পারে না।
↳ লোকটি সমস্ত রাত খেতে পারে কি?
↳ লোকটি কি সমস্ত রাত খেতে পারে?

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য: যদি কোনো বাক্যে আদেশ-উপদেশ-অনুরোধ-প্রার্থনা-আশীর্বাদ-আমন্ত্রন ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তবে ঐ বাক্যকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।

⊛ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।
↳ আদেশ

⊛ সবসময় সত্য কথা বলবে।
↳ উপদেশ

⊛ দয়া করে ভিতরে আসুন।
↳ অনুরোধ

⊛ বেড়াতে আসবে।
↳ আমন্ত্রন

⊛ ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন (আল্লাহ)
↳ প্রার্থনা

⊛ দীর্ঘজীবী হও।
↳ আশীর্বাদ

Scanned with CamScanner

পদ প্রকরণ

#পদ প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

① অব্যয়
② সব্যয়

অথবা,

① নামপদ
② ক্রিয়াপদ

ক্রিয়াপদ:

সমধাতুজ ক্রিয়া: কর্ম এবং ক্রিয়া যদি সমান ধাতু বা একই ধাতু থেকে জন্ম নেয় তবে ঐ ক্রিয়ার নাম সমধাতুজ ক্রিয়া।

চেনার উপায়: কর্ম যে ব্যাঞ্জনবর্ণ দ্বারা তৈরী সেগুলো যদি ক্রিয়ার মধ্যে Common থাকে তবে ঐ কর্মের নাম সমধাতুজ ক্রিয়া।

বাক্য

কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া
Sub. + Obj. + Verb

খুব ঘুমি ঘুমিয়েছি।
↓ ↓
কর্ম ক্রিয়া
↓
সমধাতুজ ক্রিয়া

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

সে খুব হাসি হাসিলো।
↓ কর্ম — ↓ ক্রিয়া
↓ সমধাতুজ ক্রিয়া

※ প্রযোজক / নিজন্ত ক্রিয়া: যে কাজটি করায় তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। আর প্রযোজক কর্তা যে বাক্যে থাকে সে বাক্যের ক্রিয়াকে প্রযোজক ক্রিয়া বা নিজন্ত ক্রিয়া বলে।

রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়।
↓ প্রযোজক কর্তা — ↓ প্রযোজক ক্রিয়া
শিক্ষক শিক্ষার্থীকে পড়ায়।

বাক্যের অর্থ সমাপ্তির উপর নির্ভর করে ক্রিয়াকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
① অসমাপিকা ক্রিয়া।
② সমাপিকা ক্রিয়া।
(সমাপন) → শেষ

অসমাপিকা ক্রিয়া ↓ — সমাপিকা ক্রিয়া
লে, ে, এ – থাকবে

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

সে কাজটি করলো।
→ অসমাপিকা ক্রিয়া
সে কাজটি করতে।

'এ' বিভক্তিটি সমাপিকা/অসমাপিকা উভয় ক্রিয়াতেই ব্যবহৃত হতে পারে।

সে কাজটি করে। (অ) → সমাপিকা

সে কাজটি করে ঘরে গেল। (ও)
করে → অসমাপিকা ক্রিয়া
গেল → সমাপিকা ক্রিয়া

একই ক্রিয়া সমাপিকাও হতে পারে, অসমাপিকাও হতে পারে।

কর্মের ওপর ভিত্তি করে সমাপিকা ক্রিয়া আবার ৩ প্রকার। যথা:

(ক) অকর্মক ক্রিয়া
(খ) সকর্মক ক্রিয়া
(গ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

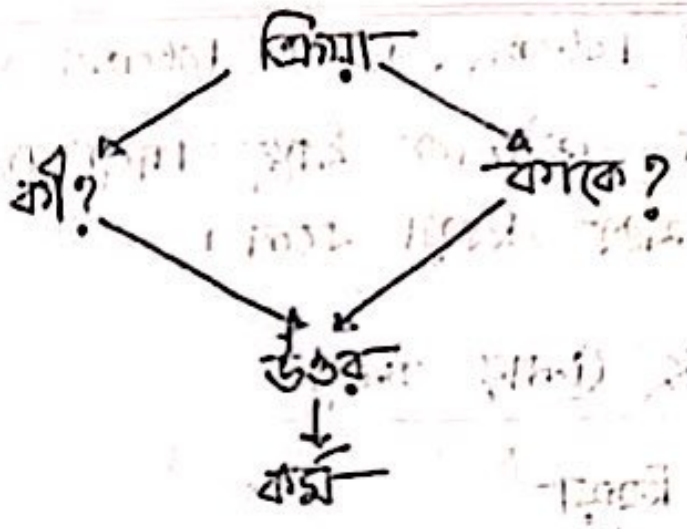

ক্রিয়া

কী? — কাকে?

↓

উত্তর

↓

কর্ম

মা বলে।
(অকর্মক ক্রিয়া)

মা গল্প বলে।
(সকর্মক ক্রিয়া)

মা পুত্রকে গল্প বলে।
(দ্বিকর্মক ক্রিয়া)

※ <u>যৌগিক ক্রিয়া</u>: যদি কোনো বাক্যে অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি অবস্থান করে তবে তাদের একত্রে যৌগিক ক্রিয়া বলা হয়।

সে ঘুরতে গেল।

সে বই পড়তে লাগলো।

যৌগিক ক্রিয়া — ঘুরতে গেল, পড়তে লাগলো
অসমাপিকা — ঘুরতে, পড়তে
সমাপিকা — গেল, লাগলো

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

❀ মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, ~~বিশেষ~~ বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পর মৌলিক ধাতু দিয়ে যে ধাতু তৈরী হয়- তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে।

মৌলিক ধাতু চেনার উপায়:

তুই + ক্রিয়া
↓
মৌলিক ধাতু → আর যাবে না

তুই পড়্ / লেখ্ / খা / যা।

রশ্মি পড়ছে। → ক্রিয়া
↓ ↓
বিশেষ্য মৌলিক ধাতু

মিশ্র:
↳ সে ভালো করছে।
↓ ↓ ↓
বিশেষ্য বিশেষণ মৌলিক ধাতু

ধ্বন্যাত্মক অব্যয়: ঘেউ ঘেউ
↓
ধ্বনি (Sound)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

অব্যয়

↓

অ + ব্যয়

পরিবর্তন

↓

অপরিবর্তনযোগ্য

(i) লিঙ্গ
(ii) বচন
(iii) ক্রিয়াকাল
(iv) কারক বিভক্তি

} যে পদ পরিবর্তন করা যায় না তাকে অব্যয় পদ বলে।

অথচ, যদি, বরং, কিংবা।

অব্যয় ৪ প্রকার। যথা:

(i) সমুচ্চয়ী অব্যয়
(ii) অনুসর্গ বা পদান্বয়ী অব্যয়
(iii) অনন্বয়ী অব্যয়
(iv) অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

① সমুচ্চয়ী অব্যয়: যে অব্যয় ২+ পদ, বাক্য, (Conjunction)
বাক্যাংশকে সংযুক্ত, বিযুক্ত এবং অর্থকে সংকুচিত করে।

সমুচ্চয়ী অব্যয় ৩ প্রকার। যথা:
(i) সংযোজক অব্যয়
(ii) বিয়োজক অব্যয়
(iii) সংকোচক অব্যয়

① সংযোজক: সংযুক্ত করে।
[ও, আর, এবং]
উদা: মা ও/আর/এবং বাবা

(ii) বিয়োজক: বিয়োগ করে ২-১=১
[বা, অথবা, না, না হয়, কিংবা]
বৃহিম বা করিম এ কাজ করেছে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

সংকোচক: অর্থ সংকোচন ঘটায়।

কিন্তু, অথচ, বরং

→ সে সব জানে কিন্তু বলবে না।

→ সে ধনী কিন্তু কৃপণ।

→ তুমি বরং তার কাছে যাও তবে হৃদয়ের শান্তি পাবে।

বি.দ্র: সংকোচক অব্যয় দ্বারা বাক্য সবসময় সংকুচিত না-ও হতে পারে। যেমন:

⟶ সে দরিদ্র কিন্তু সৎ।

যৌগিক বাক্যে সবসময় সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়।

(ii) অনুসর্গ বা পদান্বয়ী (Preposition): Preposition Noun / Pronoun এর পূর্বে বসলে বাংলায় অনুসর্গের ভাব বহন।

(1) অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামের পর স্বাধীনভাবে পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

→ অনুসর্গের বৈশিষ্ট্য:

① অনুসর্গ অব্যয়পদ।

② বিশেষ্য/সর্বনাম পদের পর ব্যবহৃত হয়।

③ স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

④ অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে।

→ আমরা কলম দ্বারা লিখি।

আমরা — সর্বনাম
কলম — বিশেষ্য
দ্বারা — অব্যয়
লিখি — ক্রিয়া

বিশেষ্য → এর পর
অব্যয় → অনুসর্গ অব্যয়

⊛ অনুসর্গের অব্যয়:

সে স্কুল হতে পালালো।

সে — সর্বনাম
স্কুল — বিশেষ্য
হতে — অব্যয়
পালালো — ক্রিয়া

[বিশেষ্যের পর] অনুসর্গ অব্যয়

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

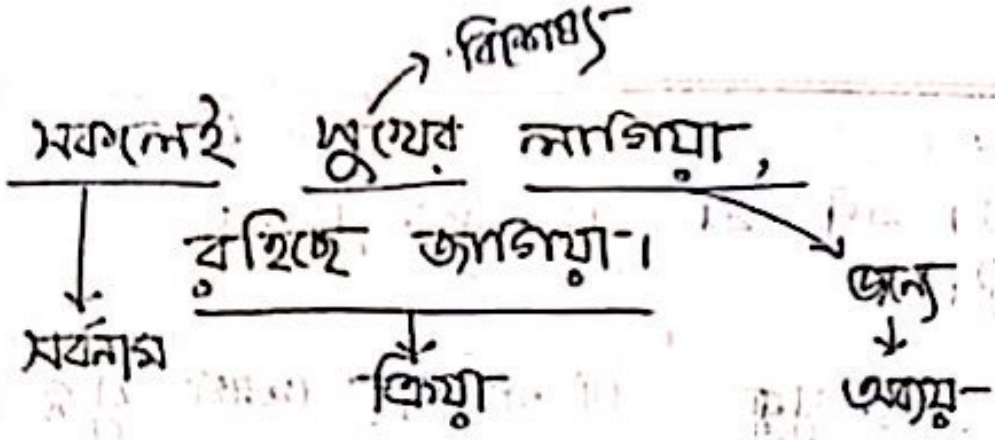

সকলেই সুখের লাগিয়া,
রহিছে জাগিয়া।

সকলেই → সর্বনাম
সুখের → বিশেষ্য
লাগিয়া → জন্য → অব্যয়
রহিছে জাগিয়া → ক্রিয়া

কারকে ব্যবহৃত ৩টি বিভক্তি আসলে অনুসর্গ। যথাঃ

(i) ৩য়া বিভক্তিঃ দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক

(ii) ৪র্থী বিভক্তিঃ জন্য, নিমিত্তে, উদ্দেশ্যে

(iii) ৫মী বিভক্তিঃ হতে, থেকে, চেয়ে।

বিভক্তিঃ যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে ঐ শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তাকে বিভক্তি বলে।

আলাদা ব্যবহৃত হলে অনুসর্গ

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বিভক্তি	অনুসর্গ
(i) পদ নয়। বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি।	(i) অব্যয় পদ
(ii) শব্দের শেষে যুক্ত থাকে।	(ii) শব্দের শেষে যুক্ত না থেকে স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
(iii) বিভক্তি একটি শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করে।	(iv) অনুসর্গ বাক্যের অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে।
(iv) বিভক্তির অর্থ থাকে না।	(iii) অর্থ থাকতে পারে।

মিলঃ

(i) উভয়েই শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়।

(ii) অনুসর্গের অপর নাম কর্মপ্রবচনীয় শব্দ।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(iii) অনন্বয়ী- অব্যয়ঃ

অন্বয় ⟶ সম্পর্ক

অনন্বয় ⟶ সম্পর্ক নেই

একটি বাক্যে যে পদের সাথে অন্য পদের সম্পর্ক থাকে না তাকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে।

উদাঃ বাহ! দৃশ্যটি খুব সুন্দর।

অনন্বয়ী- অব্যয়

ওরে বাপরে! আমি একলা থাকতে পারব না।

+

বাক্যালংকার অব্যয়

ওম্মা! এমন কথা মুখে বলতে হয়।

(iv) বাক্যালংকার অব্যয়ঃ বাক্য + অলংকার

অলংকার যেমন সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি এমন কিছু শব্দ আছে যা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্য সৌন্দর্যমন্ডিত বা শ্রুতিমধুর হয় তাকে বাক্যালংকার অব্যয় বলে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

⊛ কত কথা বলে।
↳ কত না কথা বলে।
↳ কত যে কথা বলে।

⊛ চল ঘুরে আসি।
↳ চল না ঘুরে আসি।

⊛ এখন সময় পড়ালেখার।
↳ এখন তো সময় পড়ালেখার।

→ বাক্যালঙ্কার অব্যয় অনন্বয়ী অব্যয়ের অন্তর্গত।

(iv) অনুকার / ধ্বন্যাত্মক অব্যয়:

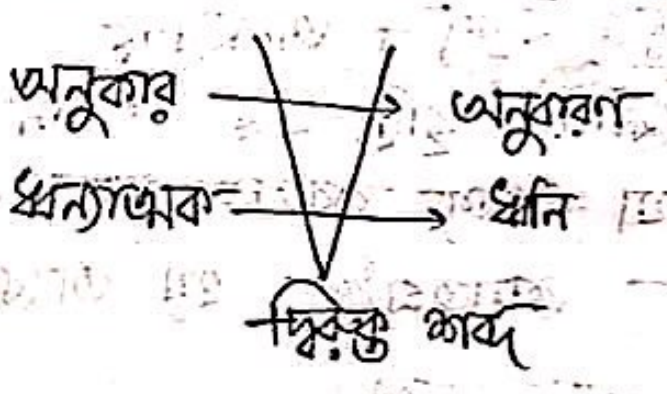

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

যে অব্যয় কোনো ধ্বনির অনুকরণে গড়ে উঠে তাকে অনুকার অব্যয় বলে।

→ ঘেউ ঘেউ

→ শন শন

বিঃদ্রঃ কখনও অনুভূতি বা কল্পনার দ্বারা অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বুঝে নিতে হয়।

→ ভয়ে গা ছম ছম করে।

→ ব্যাথায় দাঁত শিরশির করে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

সর্বনাম

→ সর্ব নামের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম বলে।

॥ প্রকারভেদঃ

(i) সাপেক্ষ সর্বনামঃ সম্পর্কিত বা নির্ভরশীল। পারস্পরিক নির্ভরশীল অর্থে যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে।
যেমনঃ যিনি, তিনি, যে, যা, তা, যেখানে, সেখানে।

যে ভালো করে পড়ালেখা করে সে জীবনে সাফল্য পায়।

(ii) আত্মবাচক সর্বনামঃ নিজে, স্বয়ং, আপন, খোদ।

(iii) সাকল্যবাচক সর্বনামঃ সকল, সব, সমস্ত

(iv) সামীপ্যবাচক সর্বনামঃ সমীপ → নিকটে
এ, এই, এরা, এদের, এসব, এগুলো

(v) দূরত্ববাচক সর্বনামঃ ও, ওইসব, ওরা, ওগুলো, ওদের

(vi) ব্যতিহার সর্বনামঃ সর্বনামের দ্বিরুক্তি।
নিজে নিজে, আপনা আপনি।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বিশেষণ → বৈশিষ্ট্য

কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্যকে বিশেষণ বলে।

কেমন
↓
উত্তর
↓
বৈশিষ্ট্য
↓
বিশেষণ

উদা: • সৎ লোক।
• লাল ফুল।

• বৈশিষ্ট্য না বোঝালে ঐ শব্দটি বিশেষ্য হয়ে যাবে।

→ সত্য কথা বলবে। → বিশেষণ (বৈশিষ্ট্য)

→ অনেকেই সত্যকে ভয় পায়। → বিশেষ্য (বৈশিষ্ট্য বোঝায় না)

• বিশেষণের পর কোনো বর্ণ বা বিভক্তি যুক্ত হলে ঐ বিশেষণ বিশেষ্য হয়ে যাবে।

→ আমি ভালোর ভালো, মন্দের মন্দ।

(ভালোর, মন্দের → বিশেষ্য; ভালো, মন্দ → বিশেষণ)

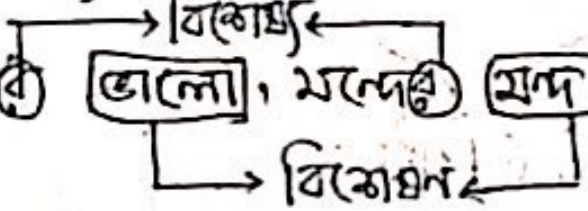

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

বিঃদ্রঃ বিশেষণের পর অবশ্যই বিশেষ্য ব্যবহার করা যায়।

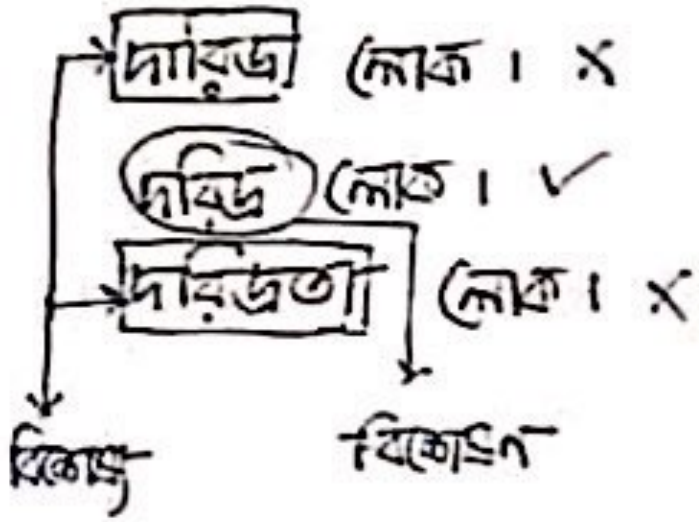

বিশেষণ ২ প্রকার। যথা:

(i) নাম বিশেষণ
(ii) ভাব বিশেষণ

① নাম বিশেষণঃ

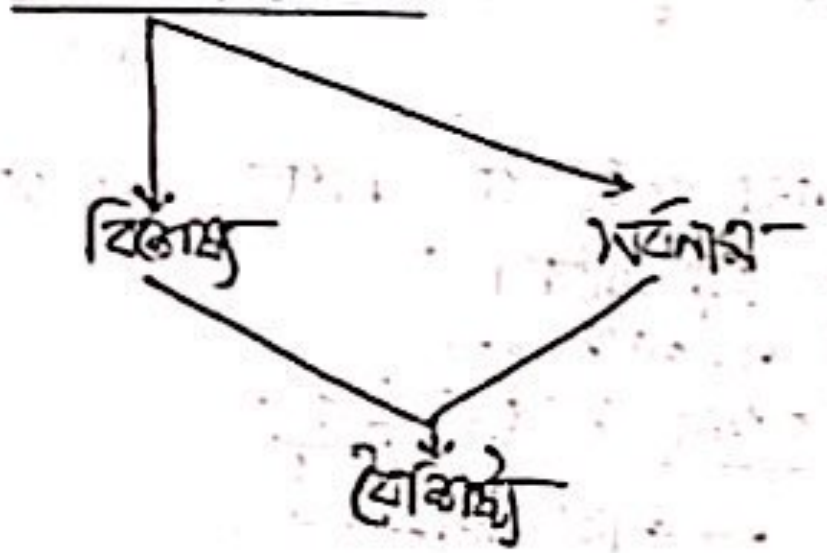

Scanned with CamScanner

উদাঃ • পাকা আম। → বিশেষ্য
বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্য → নাম. বিশেষণ

• সে মেধাবী।
সর্বনাম — সর্বনামের বৈশিষ্ট্য → নাম বিশেষণ

(ii) ভাব বিশেষণ: একটি বাক্যে বিশেষণের ভাব বা বৈশিষ্ট্যকে ভাব বিশেষণ বলে।

ভাব বিশেষণ ৪ প্রকার। যথা:

1. বিশেষণের বিশেষণ।
2. ক্রিয়া বিশেষণ।
3. অব্যয়ের বিশেষণ।
4. বাক্যের বিশেষণ।

(i) বিশেষণের বিশেষণ: বিশেষণের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

Scanned with CamScanner

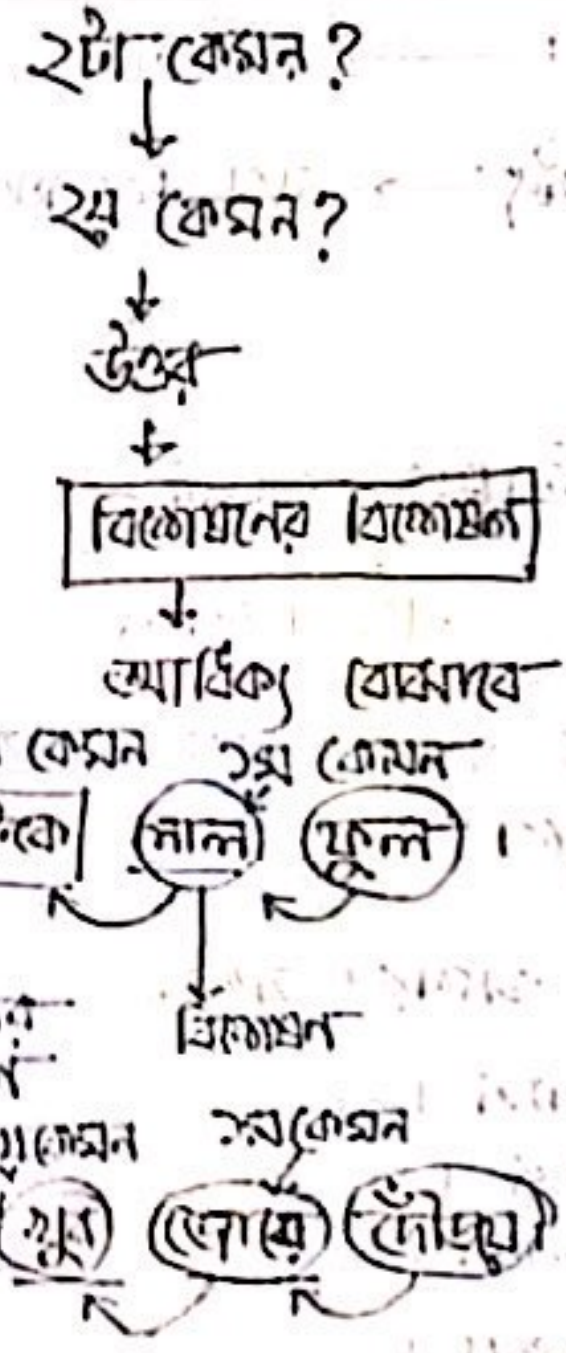

(ii) ক্রিয়া বিশেষন: ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যকে ক্রিয়া বিশেষন বলে।

• কেমন? অথবা কেমন ভাবে? এই দুটি প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাবো, সেটি ক্রিয়া বিশেষন।

Scanned with CamScanner

→ সে [জোরে] (দৌড়ায়) → ক্রিয়া
[কেমনভাবে?]

→ বলটি [নিচু নিচু] (করছে)
[কেমন করছে?]

ক্রিয়া বিশেষণ

(iii) অব্যয় বিশেষণ: একটি বাক্যে অব্যয়ের বৈশিষ্ট্যকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।

→ সে পাগলের [মতো] দৌড়াচ্ছে।
সর্বনাম — বিশেষ্য — অব্যয় — ক্রিয়া

→ সে প্রায় পাগলের (মতো) দৌড়াচ্ছে।
প্রায় → অব্যয়ের বিশেষণ; মতো → অব্যয়

→ ছেলেটি দেখতে ঠিক তার বাবার [মতো]।
ঠিক → অব্যয়ের বিশেষণ; মতো → অব্যয়

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(iv) বাক্যের বিশ্লেষণ: যদি কোনো বিশ্লেষণ সমগ্র বাক্যটিকে বিশ্লেষায়িত করে তাকে বাক্যের বিশ্লেষণ বলে।

→ চেনার উপায়:

কেমন? / কেমন ভাবে?

↓

বাক্য

↓

উত্তর

↓

বাক্যের বিশ্লেষণ

→ সৌভাগ্যক্রমে — সে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল।

→ দুর্ভাগ্যক্রমে — সে হেরে গেল।

→ চক্রান্তে — আমরা হার মানলাম

→ বাস্তবেই — আমরা বীরের জাতি।

↓

কার্ড

Scanned with CamScanner

বিশেষণের অতিশায়ন: (DEGREE)

একাধিক বিশেষ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বুঝাতে বিশেষণের অতিশায়ন হয়।

• বিশেষণের অতিশায়ন 2 প্রকার। যথা:

(i) খাঁটি বাংলা শব্দের

(ii) তৎসম বা সংস্কৃতের

(i) খাঁটি বাংলা শব্দের: দুইয়ের মধ্যে তুলনায়— হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা ব্যবহৃত হয়।
[Comparative]

দুইয়ের অধিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা, সর্বশ্রেষ্ঠ, সবথেকে, সবচেয়ে ব্যবহৃত হয়।
[Superlative]

→ রহিম করিমের চেয়ে বুদ্ধিমান। (Comp.)

→ রহিম ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী। (Sup.)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(i) তৎসম বা সংস্কৃতের :

তারতম্য ⟶ তর (er) ⟶ দুইয়ের
পার্থক্য ⟶ তম (est) ⟶ অধিকের

→ মেঘনা পদ্মার চেয়ে দীর্ঘতর নদী।
→ মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী।

বিঃদ্রঃ এছাড়া সংস্কৃতের দুইয়ের মধ্যে অতিশায়নে ⟶ ঈয়ান, ঈয়স।
দুইয়ের অধিকে → ইষ্ঠ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

↳ মহীয়ান ⟶ মহীয়সী ⟶ মনিষ্ঠ
গরীয়ান ⟶ গরীয়সী ⟶ গরিষ্ঠ
বর্ষীয়ান ⟶ বর্ষীয়সী ⟶ লঘিষ্ঠ
↓ পুরুষ ↓ স্ত্রী

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

• বিশেষ্য •

⊛ বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

↳ **ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য:** যদি কোনো শব্দের অর্থ ক্রিয়া বোঝায়— তবে ঐ শব্দকে ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে।

গমন ⟶ যাওয়া
↓
ভাববাচক বিশেষ্য—

ভোজন ⟶ খাওয়া
দর্শন ⟶ দেখা
শ্রবণ ⟶ শুনতে পাওয়া
শয়ন ⟶ শোয়া—

↳ **গুণবাচক বিশেষ্য:** কোনো কিছুর গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের নামকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে।

বিশেষণ
সত্য → সত্যতা
ভদ্র → ভদ্রতা
তরুণ → তারুণ্য ⟶ গুণবাচক বিশেষ্য
বীর → বীরত্ব
সুন্দর → সৌন্দর্য

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

↳ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: একক কোনো কিছু না বুঝিয়ে যদি সমষ্টিগত কিছু বোঝায় তবে তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে।

উদা: সভা, মিছিল, দল, জনতা, সমাবেশ।

↳ জাতিবাচক বিশেষ্য:

↓

জাত ——→ বৈশিষ্ট্য

একই জাতের বা বৈশিষ্ট্যের কোনো কিছুকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে।

- মানুষ
- গরু
- পাখি
- নদী

↳ বস্তুবাচক/পরিমাণবাচক বিশেষ্য: যে বিশেষ্যের দ্বারা কোনো বস্তুগত বা পরিমাণগত ধারণা পাওয়া যায় তাকে বস্তুবাচক / পরিমাণবাচক বিশেষ্য বলে।

Scanned with CamScanner

উদাঃ চেয়ার, টেবিল, বই, বস্তু

বিশেষণ

এক কেজি চাল।

পরিমানবাচক বিশেষ্য

বস্তুবাচক বিশেষ্য

↳ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যঃ কোনো কিছুর নামকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- গীতাঞ্জলী
- পদ্মা
- হিমালয়

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

প্র শব্দ গঠনের উপায়গুলো আলোচনা কর।

→ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ নিত্য নতুন শব্দ গঠন করে চলেছে। নানাভাবে শব্দ গঠন করা যায়। শব্দ তৈরীর বিভিন্ন মাধ্যমকে শব্দ গঠন পদ্ধতি বলে।

• নিচে শব্দ গঠনের নিয়মগুলো আলোচনা করা হলো:

① সন্ধি দ্বারা শব্দগঠন: একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে শব্দ তৈরী হয়। যেমন:

• বিদ্যা + আলয় ⟶ বিদ্যালয়
  (আ) + (আ) ⟶ (আ)

• নব + অন্ন ⟶ নবান্ন
  (অ) + (অ) ⟶ (আ)

• হিম + আলয় ⟶ হিমালয়

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

⊛ সমাস দ্বারা শব্দগঠন: একাধিক পদ মিলিত হয়ে সমাস তৈরী হয়। যেমন:

- নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম
- কূলের সমীপে = উপকূল
- চৌ/চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা

⊛ প্রত্যয় দ্বারা শব্দগঠন: শব্দের মূল অংশকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতির পরে যে বর্ন বা বর্নসমষ্টি যুক্ত থাকে তাকে প্রত্যয় বলে।

- চলন্ত = √চল্ + অন্ত (কৃৎ প্রত্যয়)
- মধুর = মধু + র (তদ্ধিত প্রত্যয়)
- কর্তব্য = √কৃ + তব্য (কৃৎ প্রত্যয়)

⊛ উপসর্গ দ্বারা শব্দগঠন: যে শব্দাংশের নিজস্ব কোনো অর্থ থাকে না কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরী করে সে শব্দাংশকে উপসর্গ বলে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

- বি + শ্বাস = বিশ্বাস
- আ + শ্বাস = আশ্বাস
- উপ + হার = উপহার

❀ দ্বিরুক্ত শব্দ দ্বারা শব্দ গঠন: একই শব্দ পর পর দুইবার উচ্চারিত হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে।

- লাল লাল
- হাজার হাজার
- বাকি বাকি

❀ পদ পরিবর্তন দ্বারা শব্দ গঠন: পদের পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করা।

বিশেষণ ——→ বিশেষ্য

সৎ ——→ সততা

দরিদ্র্য ——→ দারিদ্র্যতা/দারিদ্র্য

বিচিত্র ——→ বৈচিত্র/বিচিত্রতা

Scanned with CamScanner

শব্দ (বাংলা ভাষার)

বাংলা ভাষার শব্দকে ৩টি শ্রেনিতে ভাগ করা যায়। যথা:

(I) উৎসগত ⟶ ৫ প্রকার
(II) গঠনগত ⟶ ২ প্রকার
(III) অর্থগত ⟶ ৩ প্রকার

অর্থগত শ্রেনিবিভাগ: অর্থগতভাবে শব্দকে কি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(I) যৌগিক শব্দ
(II) রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।
(III) যোগরূঢ়।

(I) যৌগিক শব্দ: যে শব্দ তার মূল অংশের অর্থের অনুসারী হয় সেই শব্দকে যৌগিক শব্দ বলে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

চেনার উপায়: প্রথম অংশের সাথে ঐ সম্পূর্ণ শব্দের অর্থের সম্পর্ক বা মিল থাকবে।

- চলন্ত ⟶ √চল্ + অন্ত
- মধুর ⟶ মধু + র
- ঢাকাই ⟶ ঢাকা + আই

(ii) রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ: যে শব্দ তার মূল অংশের অর্থের অনুসারী হয় না সেই শব্দকে রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ বলে।

চেনার উপায়: প্রথম অংশের সাথে ঐ সম্পূর্ণ শব্দের অর্থের মিল বা সম্পর্ক থাকবে না।

- হস্তী (হাতি) ⟶ হস্ত (হাত) + ঈ
- গবেষণা ⟶ গো (গরু) + এষণা
- সম (সমান) + দেশ ⟶ সন্দেশ (মিষ্টান্ন, সংবাদ)
- বাঁশি ⟶ বাঁশ + ই

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(iii) যোগরূঢ় শব্দ: যে শব্দ দ্বারা একাধিক অর্থ না বুঝিয়ে একটি নির্দিষ্ট শব্দ বোঝায় তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।

• যোগরূঢ় সমাস দ্বারা গঠিত। এর অধিকাংশ (Maximum) উদাহরণ তৎপুরুষ সমাস।

প্রথম অংশ	দ্বিতীয় অংশ
বিশেষ্য	১টি বর্ণ
• জলদ → মেঘ	জল দেয় যা → একাধিক অর্থ
• জলধি → সমুদ্র	জল ধারন করে যে
• পঙ্কজ → বিশেষ্য + জ	কাদামাটি ময়লা আবর্জনা।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

#সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য:

① সন্ধি অর্থ মিলন। একাধিক পদ মিলিত হয়ে সন্ধি তৈরী হয়।

যেমনঃ নব + অন্ন ⟶ নবান্ন

অ + অ ⟶ আ

সমাস শব্দের অর্থ মিলন বা সংক্ষেপন। একাধিক পদ একপদে মিলিত হওয়াকে সমাস বলে।

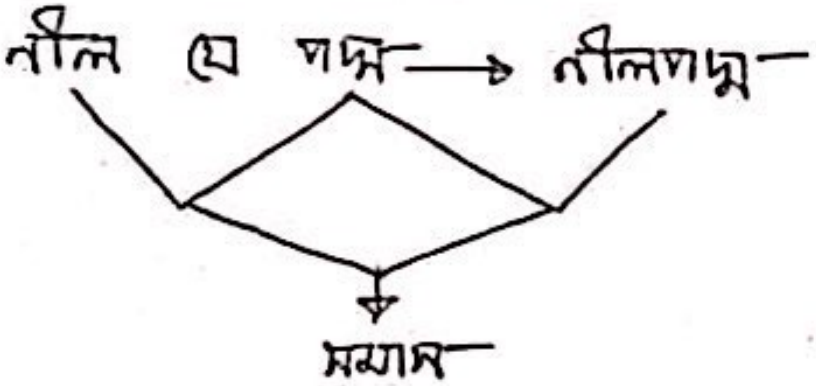

② সন্ধির মিলন ধ্বনির সাথে ধ্বনির, সমাসের মিলন পদের সাথে পদের। যেমনঃ

• বিদ্যা + আলয় ⟶ বিদ্যালয়

বিদ্যা শব্দের আ স্বরধ্বনি এবং আলয় শব্দের আ স্বরধ্বনি মিলিত হয়ে বিদ্যালয়

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

শব্দের আ ধ্বনি তৈরী করেছে। অপরদিকে, সৎ যেই লোক ⟶ সৎলোক। এখানে সৎ এবং লোক দুটি পদই মিলিত হয়ে একটি পদ সৎলোক তৈরী হয়েছে।

(iii) সন্ধি দ্বারা গঠিত শব্দ কখনও ভিন্ন অর্থ বুঝায়না। যেমন: হিম + আলয় ⟶ হিমালয়। এখানে 'হিম' শব্দের অর্থ বরফ বা ঠান্ডা এবং 'আলয়' অর্থ স্থান। হিমালয় বলতে বোঝায় যে স্থান বরফে ঢাকা কিংবা ঠান্ডা। কিন্তু সমাস দ্বারা গঠিত শব্দ কখনও কখনও ভিন্ন অর্থ বুঝাতে পারে। (বহুব্রীহি সমাস)। যেমন: নীল কণ্ঠ যার ⟶ নীলকণ্ঠ। এখানে যেকোনোটিকে (নীল বা কণ্ঠ) না বুঝিয়ে নীলকণ্ঠ বলতে শিব বা মহাদেবকে বোঝানো হয়েছে।

(iv) সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বাংলা শব্দ গঠনে এদের ভূমিকা আছে।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য :

(i) যে অব্যয়সূচক শব্দাংশের নিজস্ব কোনো অর্থ থাকেনা কিন্তু অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরী করে সেই শব্দাংশকে উপসর্গ বলে।

উপসর্গ →
- (বি) + শ্বাস → বিশ্বাস
- (আ) + শ্বাস → আশ্বাস
- (উপ) + হার → উপহার

যে অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামের পর স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সহায়তা করে তাকে অনুসর্গ বলে। ~~Preposition~~ (Preposition).

আমরা কলম দ্বারা লিখি।
(কলম → বিশেষ্য, দ্বারা → অব্যয়)

সে স্কুল হতে পালাল
(স্কুল → বিশেষ্য, হতে → অব্যয়)

→ অনুসর্গ

—

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner